মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

জানুয়ারি-মার্চ, ২০২১

গবেষণা বিভাগ
অর্থ ও ব্যাংকিং উপ-বিভাগ
বাংলাদেশ ব্যাংক

উক্ত প্রতিবেদন সম্পর্কে কোন মন্তব্য/পরামর্শ থাকলে ই-মেইল (masud.rahman@bb.org.bd, arjina.efa@bb.org.bd এবং mohammad.masud@bb.org.bd) এ যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

(জানুয়ারি-মার্চ, ২০২১)

সারসংক্ষেপ

মুদ্রা, ঋণ ও মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতি

- ২০২০-২১ অর্থবছরের জানুয়ারি-মার্চ ত্রৈমাসিক শেষে ব্যাপক মুদ্রা (M2) সরবরাহ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় ০.৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৪৮৩৭.৯৪ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ'২১ শেষে মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ১৩.২১ শতাংশ যা মার্চ'২১ এর লক্ষ্যমাত্রা ১৪.৬০ শতাংশের নিচে রয়েছে। *নীট বৈদেশিক সম্পদের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি সত্ত্বেও মূলতঃ নীট্ অভ্যন্তরীণ সম্পদের হ্রাসের কারণে মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেলেও মার্চ'২১ এর লক্ষ্যমাত্রার নিচে রয়েছে।*
- মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় ০.৫২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৩৭০৭.৩৪ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ'২১ শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১১.৪০ শতাংশ যা মার্চ'২১ এর লক্ষ্যমাত্রা ১৭.১৭ শতাংশের তুলনায় কম। *আলোচ্য সময়ে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি কিছুটা শ্লথ থাকার পাশাপাশি সরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্যভাবে কম হওয়ার কারণে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি কম হয়েছে।*
- বেসরকারি খাতে ঋণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় ১.৬৭ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ'২১ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৮.৭৯ শতাংশ যা মার্চ'২১ এর লক্ষ্যমাত্রা ১২.৮০ শতাংশের তুলনায় কম। *মূলতঃ কোভিড-১৯ এর বিরূপ প্রভাবে পণ্যের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক চাহিদা পুরোপুরি পুনরুজ্জীবিত না হওয়ার সূত্রে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি কাংখিত মাত্রায় বৃদ্ধি পায়নি বলে প্রতীয়মান হয়।*
- রিজার্ভ মুদ্রার পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় ০.১৩ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৩০৩৬.৬১ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ'২১ শেষে রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১১.২৬ শতাংশ যা মার্চ'২১ এর লক্ষ্যমাত্রা ১৩.৮০ শতাংশের তুলনায় কম। *মূলতঃ নীট্ অভ্যন্তরীণ সম্পদের হ্রাস রিজার্ভ মুদ্রা হ্রাসে ভূমিকা রেখেছে।*
- গড় মূল্যস্ফীতি মার্চ'২১ শেষে দাঁড়ায় ৫.৬৩ শতাংশ যা ডিসেম্বর'২০ শেষে ছিল ৫.৬৯ শতাংশ। মূলতঃ খাদ্য বহির্ভূত পণ্যের মূল্যস্ফীতির হ্রাস গড় মূল্যস্ফীতি হ্রাসে ভুমিকা পালন করেছে। *মূলতঃ গড় খাদ্য-মূল্যস্ফীতি কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও খাদ্য বহির্ভূত পণ্যের মূল্যস্ফীতি হ্রাসের সূত্রে গড় মূল্যস্ফীতি কিছুটা হ্রাস পেয়েছে।* অপরদিকে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি মার্চ'২১ শেষে দাঁড়ায় ৫.৪৭ শতাংশ যা ডিসেম্বর'২০ শেষে ছিল ৫.২৯ শতাংশ। *মূলতঃ খাদ্য ও খাদ্য বহির্ভূত উভয় পণ্যের মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধির সূত্রে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়েছে।*

তারল্য ও সুদ হার পরিস্থিতি

- ব্যাংকিং ব্যবস্থায় (বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো ব্যতীত) মোট তরল সম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৯৭০.০৪ বিলিয়ন টাকা যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ছিল ৩৯৭৫.০৩ বিলিয়ন টাকা এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে ছিল ২৮৮৯.৮৫ বিলিয়ন টাকা। *বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক স্বল্প সুদে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম চালুকরণের পাশাপাশি CRR হ্রাসের ফলে ব্যাংক ব্যবস্থায় কিছুটা অতিরিক্ত তারল্য সৃষ্টি হয়েছে।*
- আমানতের ও আগামের গড় ভারীত সুদ হার পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৪.৪০ শতাংশ ও ৭.৪৫ শতাংশ। *বাজার ভিত্তিক সুদের হারসমূহ হ্রাস পাওয়ার পেছনে ব্যাংকসমূহের নিকট অতিরিক্ত তারল্য বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নীতি সুদ হারসমূহ, ব্যাংক রেট ও পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের সুদের হার হ্রাসকরণ উল্লেখযোগ্য ভুমিকা পালন করেছে।*

বৈদেশিক লেনদেন ও বিনিময় হার পরিস্থিতি

- রপ্তানি আয় (এফওবি) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় যথাক্রমে ৪.৯১ শতাংশ ও ১.০৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৯৫০৯.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।
- আমদানি ব্যয়ের (এফওবি) পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় যথাক্রমে ৩০.০৩ শতাংশ এবং ৩২.২৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৭৫৪১.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।
- প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৯.১৯ শতাংশ হ্রাস এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ২৯.৫৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৫৬৫৯.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।
- রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও রেমিট্যান্স অন্তপ্রবাহে হ্রাস এবং আমদানি ব্যয় বেশি হওয়ায় চলতি হিসাবের ভারসাম্যে পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের উদ্বৃত্তের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ঘাটতির পরিমাণ ৩৯৭৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। আলোচ্য সময়কালে দেশের বৈদেশিক লেনদেনের সার্বিক ভারসাম্যে ৮৫৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত পরিলক্ষিত হয়।
- মার্চ, ২০২১ শেষে বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৩৪৪১.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা প্রায় ৬.০ মাসের গড় আমদানি ব্যয়ের সমান।
- মার্চ'২১ শেষে ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান ডিসেম্বর'২০ শেষের ৮৪.৮০ টাকা থেকে শতকরা ০.০১ ভাগ অবচিতি হয়ে ৮৪.৮১ টাকায় দাঁড়িয়েছে। *আলোচ্য ত্রৈমাসিকে মূলতঃ আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে আমদানি বৃদ্ধিজনিত কারণে ডলারের চাহিদা বৃদ্ধির কারণে ডলারের বিপরীতে টাকার অবচিতি হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়।*

মুদ্রা ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

(জানুয়ারি-মার্চ, ২০২১)

অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক অর্থনীতির চলমান গতিধারায় কোভিড-১৯ এর বিরূপ প্রভাবের প্রেক্ষাপটে পূর্ববর্তী ২০১৯-২০ অর্থবছরের ঘোষিত মুদ্রানীতি কার্যক্রমের অর্জনগুলোর আলোকে ২০২০-২১ অর্থবছরের মুদ্রানীতি কার্যক্রম নির্ধারিত হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরের জুন পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ১৭.৩৮[স] শতাংশ যার বিপরীতে মার্চ'২১ পর্যন্ত অর্জিত প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ১১.৪০ শতাংশ। অভ্যন্তরীণ ঋণের মধ্যে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে ১৪.৮০ শতাংশ যার বিপরীতে মার্চ'২১ পর্যন্ত অর্জিত প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ৮.৭৯ শতাংশ। গড় বার্ষিক ভোক্তা মূল্যস্ফীতি আলোচ্য অর্থবছরের জন্য নির্ধারিত হার ৫.৪০ শতাংশের বিপরীতে মার্চ'২১ শেষে দাঁড়িয়েছে ৫.৬৩ শতাংশ। ডিসেম্বর'২০ শেষের তুলনায় খাদ্য-মূল্যস্ফীতি কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও খাদ্য বহির্ভূত পণ্যের মূল্যস্ফীতি হ্রাসের সূত্রে মার্চ'২১ শেষে সাধারণ মূল্যস্ফীতি ডিসেম্বর'২০ এর তুলনায় কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৫.৬৩ শতাংশ। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও রেমিট্যান্স অন্তপ্রবাহে হ্রাস এবং আমদানি ব্যয় বেশি হওয়ায় চলতি হিসাবের ভারসাম্যে পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের উদ্বৃত্তের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৯৭৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

১। মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

- **মুদ্রা সরবরাহ (M2)ঃ** ২০২০-২১ অর্থবছরের জানুয়ারি-মার্চ ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা সরবরাহ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ১৪৭৮৬.৮৪ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ০.৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৪৮৩৭.৯৪ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছিল যথাক্রমে ৩.৬৮ শতাংশ ও ১.২৫ শতাংশ (সংযোজনী দ্রষ্টব্য)। মুদ্রা সরবরাহ এর উৎসভিত্তিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে নীট বৈদেশিক সম্পদ ১.৪৬ শতাংশ বৃদ্ধি এবং নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ ০.০১ শতাংশ হ্রাস পায়। বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ'২১ শেষে ব্যাপক মুদ্রা (M2) সরবরাহ বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ১৩.২১ শতাংশ যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ছিল ১২.১৬ শতাংশ। বাৎসরিক ভিত্তিতে নীট বৈদেশিক সম্পদ ও নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ২৯.৭১ শতাংশ ও ৮.৭৪ শতাংশ। নীট বৈদেশিক সম্পদের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি সত্ত্বেও মূলতঃ নীট্ অভ্যন্তরীণ সম্পদের হ্রাসের কারণে মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধি পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেলেও মার্চ'২১ এর লক্ষ্যমাত্রা ১৪.৬০ শতাংশের নিচে রয়েছে। (চিত্র-১)।

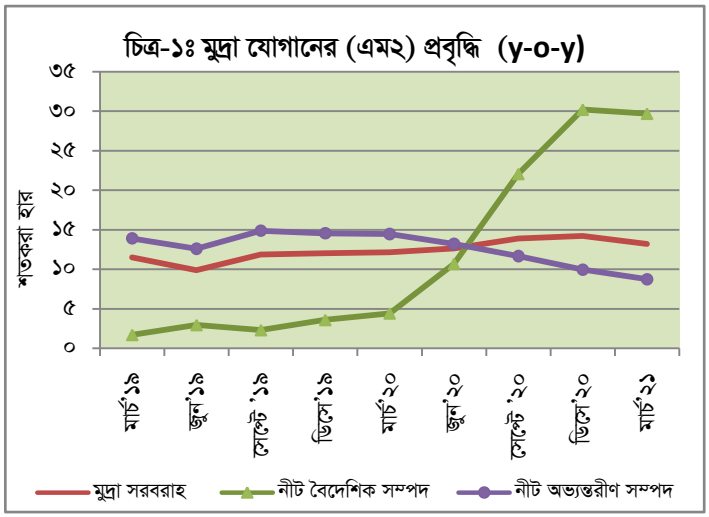

স = সংশোধিত।

- **অভ্যন্তরীণ ঋণঃ** ২০২০-২১ অর্থবছরের জানুয়ারি-মার্চ ত্রৈমাসিক শেষে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ১৩৬৩৫.৭৬ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ০.৫২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৩৭০৭.৩৪ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায়, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে বৃদ্ধি পেয়েছিল ২.৩০ শতাংশ। বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ'২১ শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১১.৪০ শতাংশ যা মার্চ'২১ এর লক্ষ্যমাত্রা ১৭.১৮ শতাংশের তুলনায় কম। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে প্রবৃদ্ধি ছিল ১২.২৪ শতাংশ। অভ্যন্তরীণ ঋণের উপাদানভিত্তিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, আলোচ্য সময়ে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি কিছুটা শ্লথ থাকার পাশাপাশি সরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্যভাবে কম হওয়ার কারণে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি কম হয়েছে। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঞ্জিভূত নীট ঋণ[১] এর স্থিতি ডিসেম্বর, ২০২০ শেষের তুলনায় ৬.৪৭ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ১৭৮৯.১২ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়ায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ০.৪১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ, ২০২১ শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ক্রমপুঞ্জিভূত নীট ঋণ এর স্থিতি ৩৩.৭৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষে ৪৪.৫৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে অন্যান্য সরকারি খাতে ঋণ[১] ১.৪৫ শতাংশ বৃদ্ধি এবং বেসরকারি খাতে ঋণ[১] ১.৬৭ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি ছিল যথাক্রমে ২.৫৪ শতাংশ এবং ১.২৮ শতাংশ। বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ'২১ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ৮.৭৯ শতাংশ যা মার্চ'২১ এর লক্ষ্যমাত্রা ১২.৮০ শতাংশের তুলনায় কম। পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষে এ প্রবৃদ্ধি ছিল ৮.৮৭ শতাংশ (চিত্র-২)। মূলতঃ কোভিড-১৯ এর বিরূপ প্রভাবে পণ্যের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক চাহিদা পুরোপুরি পুনরুজ্জীবিত না হওয়ার সূত্রে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি কাংখিত মাত্রায় বৃদ্ধি পায়নি বলে প্রতীয়মান হয়। মোট অভ্যন্তরীণ ঋণে বেসরকারি খাতের অংশ মার্চ ২০২০ শেষের ৮৬.৬৮ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে মার্চ, ২০২১ শেষে দাঁড়ায় ৮৪.৬৫ শতাংশ।

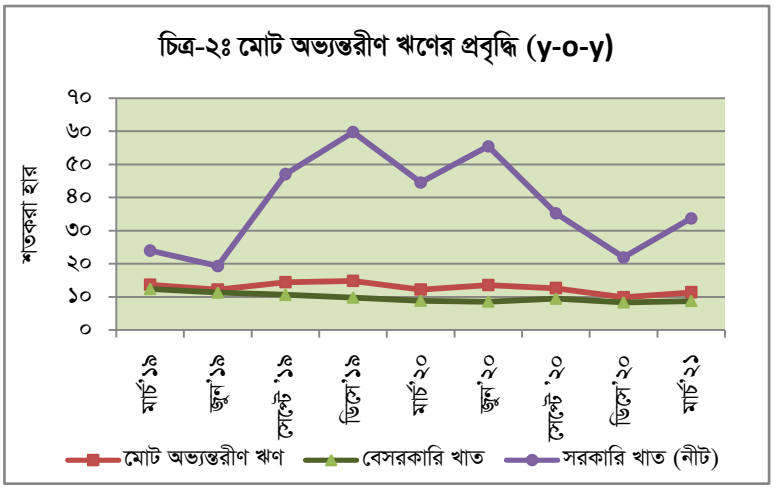

- **নীট বৈদেশিক সম্পদ (NFA)ঃ** ২০২০-২১ অর্থবছরের জানুয়ারি-মার্চ ত্রৈমাসিক শেষে ব্যাংক ব্যবস্থার নীট বৈদেশিক সম্পদ এর পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় ১.৪৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৬২১.৯৮ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে যথাক্রমে ৭.৮০ শতাংশ এবং ১.৮৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ'২১ শেষে নীট বৈদেশিক সম্পদ এর প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ২৯.৭১ শতাংশ যা মার্চ'২১ এর লক্ষ্যমাত্রা ২৭.২২ শতাংশের তুলনায় বেশি। পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষে এ প্রবৃদ্ধি ছিল ৪.৪০ শতাংশ। আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি এবং রপ্তানি আয়ের সীমিত প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও মূলতঃ রেমিট্যান্স অন্তঃপ্রবাহের জোরালো প্রবৃদ্ধি এবং আর্থিক হিসাবের স্থিতির উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি নীট বৈদেশিক সম্পদের বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

[১] accrued interest সহ

- **রিজার্ভ মুদ্রাঃ** ২০২০-২১ অর্থবছরের জানুয়ারি-মার্চ ত্রৈমাসিক শেষে রিজার্ভ মুদ্রার পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের ৩০৪০.৫৪ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ০.১৩ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৩০৩৬.৬১ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে রিজার্ভ মুদ্রা ৮.২৭ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষে ৮.৭৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ'২১ শেষে রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে ১১.২৬ শতাংশ যা মার্চ'২১ এর লক্ষ্যমাত্রা ১৩.৮০ শতাংশের তুলনায় কম। পূর্ববর্তী বছরের একই সময় শেষে এ প্রবৃদ্ধি ছিল ২১.২৫ শতাংশ (চিত্র-৩)। মূলতঃ নীট্ অভ্যন্তরীণ সম্পদের হ্রাস রিজার্ভ মুদ্রা হ্রাসে ভূমিকা রেখেছে। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষের (-) ৩৭১.২৭ বিলিয়ন টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে (-) ৪৩১.৮০ বিলিয়ন টাকায় এবং নীট বৈদেশিক সম্পদের পরিমাণ ৩৪১১.৮১ বিলিয়ন টাকা থেকে ১.৬৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৪৬৮.৪১ বিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে। এ সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সরকারের গৃহীত ক্রমপুঞ্জিভূত নীট্ ঋণের পরিমাণ ১১১.১৩ বিলিয়ন টাকা হ্রাস পায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক শেষে ১০৮.৭৩ বিলিয়ন টাকা হ্রাস পেয়েছিল। বাৎসরিক ভিত্তিতে মার্চ, ২০২১ শেষে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে সরকারের গৃহীত ক্রমপুঞ্জিভূত নীট্ ঋণের পরিমাণ ১৪৪.১৪ শতাংশ হ্রাস পায় যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ৮৮.৭৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

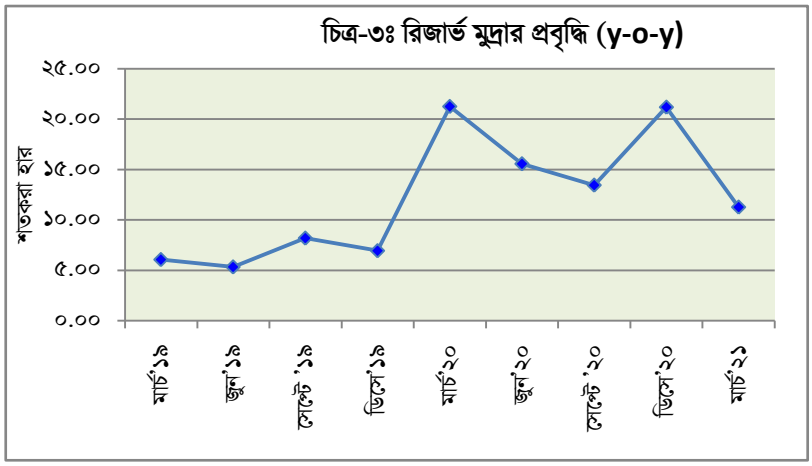

২। তারল্য পরিস্থিতি

মার্চ'২১ শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় (বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো ব্যতীত) মোট তরল সম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৯৭০.০৪ বিলিয়ন টাকা (চিত্র-৫)। এর মধ্যে দায়হীন অনুমোদিত সিকিউরিটিজ এর পরিমাণ ২৭৭৮.৪০ বিলিয়ন টাকা (মোট তরল সম্পদের ৬৯.৯৮ শতাংশ), বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট জমা ১০১৫.৪২ বিলিয়ন টাকা (মোট তরল সম্পদের ২৫.৫৮ শতাংশ) এবং নিজস্ব সিন্দুকে রক্ষিত অর্থের পরিমাণ ১৭৬.২৩ বিলিয়ন টাকা (মোট তরল সম্পদের ৪.৪৪ শতাংশ) (চিত্র-৫)। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক স্বল্প সুদে পুনঃঅর্থায়ন স্কীম চালুকরণের পাশাপাশি CRR হ্রাসের ফলে ব্যাংক ব্যবস্থায় কিছুটা অতিরিক্ত তারল্য সৃষ্টি হয়েছে। উল্লেখ্য, ডিসেম্বর'২০ শেষে ব্যাংকিং ব্যবস্থায় (বিশেষায়িত ব্যাংকগুলো ব্যতীত) মোট তরল সম্পদের পরিমাণ ছিল ৩৯৭৫.০৩ বিলিয়ন টাকা।

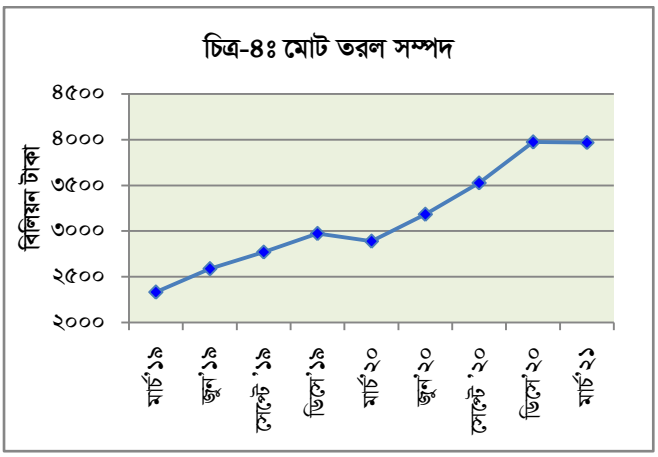

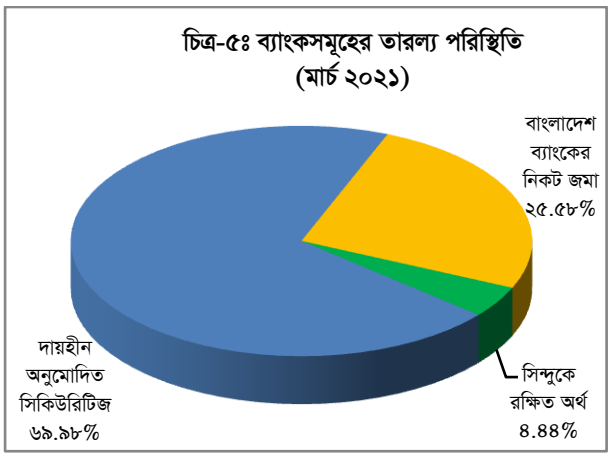

৩। সুদ হার পরিস্থিতি

মার্চ'২১ শেষে তফসিলি ব্যাংকগুলোর আমানতের গড় ভারীত সুদ হার পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪.৪০ শতাংশ। ডিসেম্বর'২০ এবং মার্চ'২০ শেষে এ সুদ হার ছিল যথাক্রমে ৪.৫৪ শতাংশ ও ৫.৫১ শতাংশ (চিত্র-৬)। অপরদিকে আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে আগামের (advances) গড় ভারীত সুদ হার পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিক শেষের তুলনায় হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৭.৪৫ শতাংশ। ডিসেম্বর'২০ এবং মার্চ'২০ শেষে এ সুদ হার ছিল যথাক্রমে ৭.৬১ শতাংশ এবং ৯.৫৮ শতাংশ (চিত্র-৭)। বাজার ভিত্তিক সুদের হারসমূহ হ্রাস পাওয়ার পেছনে ব্যাংকসমূহের নিকট অতিরিক্ত তারল্য বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নীতি সুদ হারসমূহ, ব্যাংক রেট ও পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের সুদের হার হ্রাসকরণ উল্লেখযোগ্য ভুমিকা পালন করেছে। উল্লেখ্য যে, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে সুদ হার ব্যবধান (Spread) হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩.০৫ শতাংশ যা ডিসেম্বর'২০ শেষে ছিল ৩.০৭ শতাংশ।

চিত্র ৬-ঃ আমানত ও আগামের সুদ হার

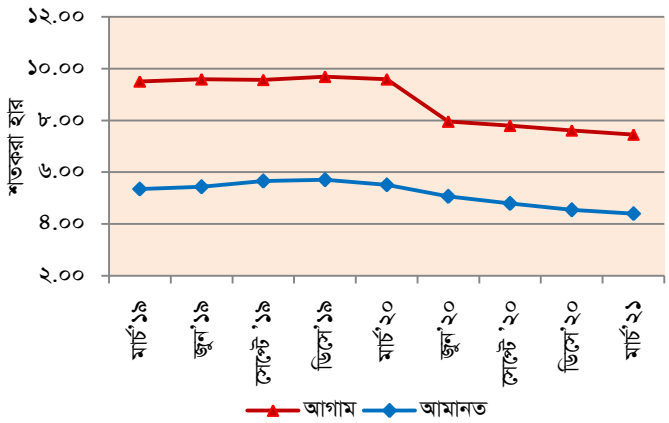

৪। মূল্যস্ফীতি

- গড় মূল্যস্ফীতি মার্চ'২১ শেষে হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৫.৬৩ শতাংশ যা ডিসেম্বর'২০ শেষে ছিল ৫.৬৯ শতাংশ। অপরদিকে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক মূল্যস্ফীতি মার্চ'২১ শেষে দাঁড়ায় ৫.৪৭ শতাংশ যা ডিসেম্বর'২০ শেষে ছিল ৫.২৯ শতাংশ।
- গড়ভিত্তিক খাদ্য-মূল্যস্ফীতি ও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি মার্চ'২১ শেষে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫.৮৭ শতাংশ ও ৫.২৬ শতাংশ যা ডিসেম্বর'২০ শেষে ছিল যথাক্রমে ৫.৭৭ শতাংশ ও ৫.৫৬ শতাংশ।
- পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিক খাদ্য-মূল্যস্ফীতি ও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি মার্চ'২১ শেষে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫.৫১ শতাংশ ও ৫.৩৯ শতাংশ যা ডিসেম্বর'২০ শেষে ছিল যথাক্রমে ৫.৩৪ শতাংশ ও ৫.২১ শতাংশ।

চিত্র-৭ঃ সাধারণ মূল্যস্ফীতির ত্রৈমাসিক গতিধারা
(ভিত্তিবছরঃ ২০০৫-০৬=১০০)

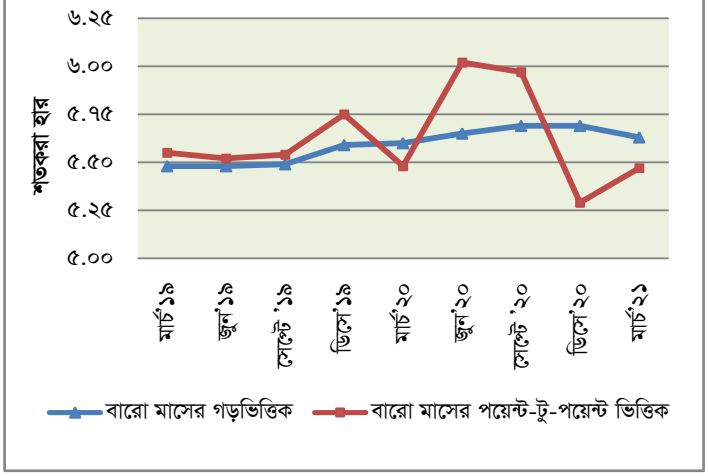

৫। মুদ্রা বাজার কার্যক্রম

মুদ্রানীতির উদ্দেশ্য পূরণ এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থার তারল্য পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করাসহ আন্তঃব্যাংক বাজারে কল মানি রেট স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক রেপো এবং রিভার্স রেপো নিলাম পরিচালনার পাশাপাশি প্রয়োজনমত সময়ে সময়ে রেপো ও রিভার্স রেপো সুদ হার পরিবর্তন করে থাকে। কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব হতে অর্থনীতিকে রক্ষা করার জন্য গত ২৯ জুলাই ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক রেপো সুদহার বিদ্যমান বার্ষিক শতকরা ৫.২৫ ভাগ হতে ৫০ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে শতকরা ৪.৭৫ ভাগে এবং রিভার্স রেপো সুদহার বিদ্যমান বার্ষিক শতকরা ৪.৭৫ ভাগ হতে ৭৫ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে শতকরা ৪.০০ ভাগে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।

- **কল মানিঃ** জানুয়ারি-মার্চ, ২০২১ ত্রৈমাসিকে কল মানি মার্কেটে সুদ হার দৈনিক ভিত্তিতে সর্বনিম্ন ১.০০ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৫.২৫ শতাংশের মধ্যে সীমিত থাকে। যে কোন ধরনের অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে কলমানি মার্কেটে সুদ হারের গতিবিধির ওপর বাংলাদেশ ব্যাংক এর নজরদারি অব্যাহত রয়েছে। আলোচ্য ত্রৈমাসিকে কল মানি মার্কেটে মোট ২৭৫৯.২০ বিলিয়ন টাকা লেনদেন হয় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের ২৫০৬.৪৬ বিলিয়ন টাকার তুলনায় ১০.০৮ শতাংশ বেশি। উল্লেখ্য, কলমানির ভারীত গড় সুদহার ডিসেম্বর'২০ শেষের ১.৭৯ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে মার্চ'২১ শেষে ১.৮২ শতাংশে দাড়িয়েছে।

- **রেপোঃ** জানুয়ারি-মার্চ, ২০২১ ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে ব্যাংকসমূহের জন্য রেপো এর কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে ব্যাংকসমূহের জন্য রেপো এর ১টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ নিলামে ৭ দিন মেয়াদি ০.০৫ বিলিয়ন টাকার ৪টি দরপত্র পাওয়া যায় এবং সকল দরপত্রই গৃহীত হয়।

- **রিভার্স রেপোঃ** জানুয়ারি-মার্চ, ২০২১ ত্রৈমাসিকে দৈনিক ভিত্তিতে রিভার্স রেপোর কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকেও দৈনিক ভিত্তিতে রিভার্স রেপোর কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি।

- **সরকারি ট্রেজারি বিলঃ** জানুয়ারি-মার্চ, ২০২১ ত্রৈমাসিকে ট্রেজারি বিলের সাপ্তাহিক ভিত্তিতে ১২টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এসব নিলামে পূর্ব নির্ধারিত মোট ২০৪.৫০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২০০.৫০ বিলিয়ন টাকার ১২২টি দরপত্র গৃহীত হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে মোট ২৮৫.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২৮৫.০০ বিলিয়ন টাকার দরপত্র গৃহীত হয়েছিল। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে গৃহীত দরপত্রের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে।

- **বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বন্ডঃ** জানুয়ারি-মার্চ, ২০২১ ত্রৈমাসিকে বিভিন্ন মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের মোট ৯টি নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। এসব নিলামে পূর্ব নির্ধারিত ১৩৮.০০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৩৮.০০ বিলিয়ন টাকার ২৬৪টি দরপত্র গৃহীত হয়। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে মোট ২০৮.৫০ বিলিয়ন টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৮৪.৭১ বিলিয়ন টাকার দরপত্র গৃহীত হয়। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে গৃহীত দরপত্রের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে।

  আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বিভিন্ন মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের গৃহীত দরপত্রসমূহের ভারীত গড় বার্ষিক আয় এবং কুপন রেটের পরিসীমা ছিল যথাক্রমে ৩.০৭০০ শতাংশ থেকে ৬.৮৯০৭ শতাংশ এবং ৩.১৪০০ শতাংশ থেকে ৮.৯৪০০ শতাংশ। আলোচ্য ত্রৈমাসিক শেষে সকল মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের মোট স্থিতির পরিমাণ দাঁড়ায় ২৫৫৩.১৯ বিলিয়ন টাকা।

- **বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের নিলামঃ** জানুয়ারি-মার্চ, ২০২১ ত্রৈমাসিকে বিভিন্ন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের কোন নিলাম অনুষ্ঠিত হয়নি। মূলতঃ সরকারি ট্রেজারি বিল ও বন্ডে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ চাহিদা থাকার পাশাপাশি অর্থনীতিতে মুদ্রা সরবরাহের পরিমাণ মুদ্রানীতিতে নির্ধারিত সীমার নীচে থাকায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বিল ইস্যুর মাধ্যমে মুদ্রা বাজার হতে অর্থ উত্তোলনের প্রয়োজন হয় নি। ফলে, মেয়াদ পূর্তির পর নতুন কোন বিল ইস্যু না হওয়ায় ৩১ মার্চ, ২০২১ শেষে বিভিন্ন মেয়াদি বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের স্থিতি ছিল শূন্য।

৬। বৈদেশিক লেনদেন পরিস্থিতি

- **রপ্তানিঃ** জানুয়ারি-মার্চ, ২০২১ ত্রৈমাসিকে রপ্তানি আয় (এফওবি) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় যথাক্রমে ৪.৯১ শতাংশ ও ১.০৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৯৫০৯.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

- **আমদানিঃ** জানুয়ারি-মার্চ, ২০২১ ত্রৈমাসিকে আমদানি ব্যয়ের (এফওবি) পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিক এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় যথাক্রমে ৩০.০৩ শতাংশ এবং ৩২.২৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৭৫৪১.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

- **রেমিট্যান্সঃ** জানুয়ারি-মার্চ, ২০২১ ত্রৈমাসিকে প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের তুলনায় ৯.১৯ শতাংশ হ্রাস এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকের তুলনায় ২৯.৫৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৫৬৫৯.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

- **বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্য (BOP) ঃ** রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও রেমিট্যান্স অন্তপ্রবাহে হ্রাস এবং আমদানি ব্যয় বেশি হওয়ায় চলতি হিসাবের ভারসাম্যে (Current Account Balance) পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের উদ্বৃত্তের তুলনায় আলোচ্য ত্রৈমাসিকে ঘাটতির পরিমাণ ৩৯৭৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। এছাড়া, আলোচ্য সময়কালে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ (MLT) হ্রাস পেলেও সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ (নীট্) এবং অন্যান্য বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে আর্থিক হিসাবে (financial account) ৪৭৫২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত পরিলক্ষিত হয়। ফলে আলোচ্য সময়কালে সার্বিকভাবে দেশের বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্যে ৮৩৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত পরিলক্ষিত হয়।

৭। বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ

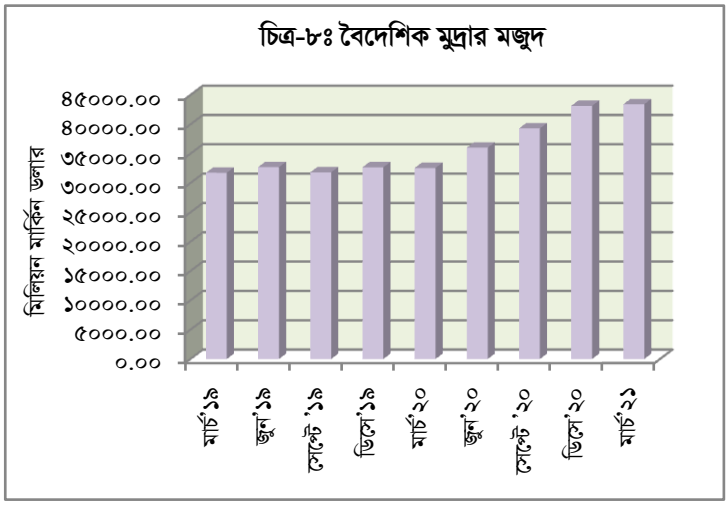

বাংলাদেশ ব্যাংক বহিঃখাতে স্থিতিশীলতা রক্ষা, বাধ্যতামলূক পরিশোধ নিশ্চিত করা এবং দেশীয় মুদ্রার স্থিতিশীলতা রক্ষার উদ্দেশ্যে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ রাখে। বৈদেশিক বাণিজ্য, প্রবাস আয় (remittances), সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ, বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ এবং অন্যান্য বৈদেশিক আন্তঃপ্রবাহ ও বহিঃপ্রবাহের গতি-প্রকৃতির উপর বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ নির্ভর করে। মার্চ, ২০২১ শেষে বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৩৪৪১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (চিত্র-৮) যা প্রায় ৬ মাসের গড় আমদানি ব্যয়ের সমান। ডিসেম্বর, ২০২০ শেষে বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের পরিমাণ ছিল ৪৩১৬৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ছিল উক্ত সময়ের প্রায় ৮ মাসের গড় আমদানি ব্যয়ের সমান। উল্লেখ্য, মার্চ, ২০২০ শেষে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদের পরিমাণ ছিল ৩২৫৭০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ছিল উক্ত সময়ের প্রায় ৫.৭ মাসের আমদানি ব্যয়ের সমান। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ০৭, জুন ২০২১ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪৫১৮২.৩৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

৮। বিনিময় হার পরিস্থিতি

- **নমিনাল বিনিময় হার** (Nominal Exchange Rate)ঃ মার্চ, ২০২১ শেষে ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান ডিসেম্বর, ২০২০ শেষের ৮৪.৮০ টাকা থেকে শতকরা ০.০১ ভাগ অবচিতি হয়ে ৮৪.৮১ টাকায় দাঁড়ায় (চিত্র-৯)। তবে, ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা ০.১৭ ভাগ উপচিতি হয়। মার্চ, ২০২০ শেষে টাকা-ডলারের বিনিময় হার ছিল ৮৪.৯৫ টাকা। উল্লেখ্য, বৈদেশিক মুদ্রা বাজার স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বাজারে ডলার ক্রয়-বিক্রয় করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় চলতি অর্থবছরের জানুয়ারি-মার্চ, ২০২১ ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজার থেকে ৯৪৬.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্রয় এবং ৩০.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় করে। পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে ২৮৬৪.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্রয় করলেও এ সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক কোন মার্কিন ডলার বিক্রয় করে নাই। উল্লেখ্য, ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে মোট ৮৩৫.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রয় এবং ৮৭৭.০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্রয় করে।

চিত্র ৯-ঃ টাকা-ডলার বিনিময় হার

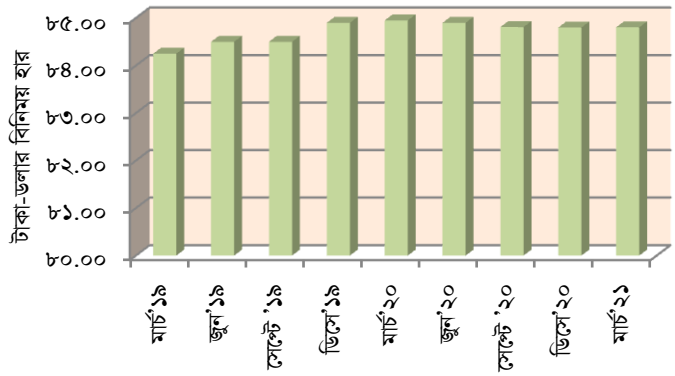

- **প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার** (Real Effective Exchange Rate)ঃ সর্বশেষ প্রাপ্ত হিসাব/তথ্য অনুযায়ী জানুয়ারি-মার্চ, ২০২১ ত্রৈমাসিকে টাকার প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার সূচক ডিসেম্বর, ২০২০ শেষের ১১১.১৩ থেকে ১.১৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১১২.৪২ এ দাঁড়ায় যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে ০.৯৩ শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বছরের একই ত্রৈমাসিকে ৩.৮৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

জানুয়ারি-মার্চ, ২০২১ ত্রৈমাসিকে কতিপয় নির্বাচিত সূচকের তুলনামূলক পরিস্থিতি সংযোজনী-১ এ তুলে ধরা হলো।

৯। অর্থ ও ব্যাংকিং খাতে গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ

জানুয়ারি-মার্চ, ২০২১ ত্রৈমাসিকে অর্থ ও ব্যাংকিং খাতে গৃহীত কতিপয় উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহঃ

- নভেল করোনা ভাইরাস এর প্রাদুর্ভাবের কারণে কৃষি খাতে চলতি মূলধন সরবরাহের উদ্দেশ্যে ৫,০০০ কোটি টাকার পুনঃ অর্থায়ন স্কীম'টি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ বিতরণের সময়সীমা ৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। একইসাথে কোনো একক খাতে ব্যাংকের অনুকূলে ঋণ বিতরণের সর্বোচ্চ সীমা ৩০ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে ৪০ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়েছে;
- বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কোভিড-১৯ এর দ্বিতীয় ঢেউ এর নেতিবাচক প্রভাব বিবেচনায় যে সকল চলমান ঋণ/বিনিয়োগ এর মেয়াদ ইতোমধ্যে অতিবাহিত হয়েছে এবং প্রচলিত নীতিমালার আওতায় ব্যাংক কর্তৃক নবায়নকৃত হয়নি সে সকল ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে ০১ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ পর্যন্ত আরোপিত সুদ (অনাদায়ী থাকলে) মার্চ, ২০২১ হতে জুন, ২০২২ এর মধ্যে ৬টি সমান ত্রৈমাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে। ২০২০ সালের অনাদায়ী সুদ উল্লিখিত নিয়মে পরিশোধিত হওয়ার পাশাপাশি জুন, ২০২২ পর্যন্ত আরোপিত সুদ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে নিয়মিতভাবে পরিশোধিত হলে উক্ত ঋণ/বিনিয়োগসমূহ ৩০ জুন ২০২২ তারিখ পর্যন্ত মেয়াদোত্তীর্ণ হিসেবে বিবেচিত হবে না। এছাড়া, তলবী প্রকৃতির ঋণ/বিনিয়োগসমূহ মার্চ, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২২ এর মধ্যে ৮টি সমান ত্রৈমাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে। ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে কিস্তি পরিশোধিত হলে ঋণ/বিনিয়োগসমূহ বিরূপমানে শ্রেণিকরণ করা যাবে না।
- সচল রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিক-কর্মচারীদের এপ্রিল, ২০২০ হতে জুলাই, ২০২০ মাসের বেতন-ভাতা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার ঘোষিত ৫০০০ কোটি টাকার আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজ এবং শিল্প ও সেবা খাতের প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য চলতি মূলধন হিসেবে ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ হতে সচল রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে প্রদত্ত ঋণের বিপরীতে কিস্তি পরিশোধের ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতাগণ মার্চ, ২০২১ হতে আরও ৬ মাস গ্রেস পিরিয়ড প্রাপ্য হবেন এবং উক্ত গ্রেস পিরিয়ড শেষ হওয়ার পর অবশিষ্ট অর্থ ১৮টি সমান মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করতে হবে মর্মে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে;
- প্রভিশন সংরক্ষণসহ অন্যান্য ব্যয় মেটানোর জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ইতঃপূর্বে গৃহীত Deferral সুবিধার অধীনে নয় বা বিবেচ্য পঞ্জিকাবর্ষে এরূপ কোন ধরণের Deferral সুবিধা গ্রহণ ব্যতিরেকে যে সকল ব্যাংক ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের বিপরীতে ২.৫ শতাংশ ক্যাপিটাল কনজারভেশন বাফারসহ ন্যূনতম ১৫.০ শতাংশ বা তার বেশি মূলধন সংরক্ষণ করতে সক্ষম হবে, সে সকল ব্যাংক তাদের সামর্থ্য অনুসারে সর্বোচ্চ ১৭.৫০ শতাংশ নগদসহ মোট ৩৫ শতাংশ ডিভিডেন্ড ঘোষণা করতে পারবে মর্মে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে; এবং
- পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য (এইচ এস কোড নম্বর- ২৭.০৯, ২৭.১০, ২৭.১১, ২৭.১২ ও ২৭.১৩) আমদানির ক্ষেত্রে হালনাগাদ আমদানি নীতি আদেশ, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন (বিইআরসি) আইন, ২০০৩ এবং এতদ্‌সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

উপসংহার

করোনা ভাইরাসের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ঋণ প্রদানের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সরকারের গৃহীত প্রণোদনা প্যাকেজসমূহের বাস্তবায়নে সহায়তার পাশাপাশি অর্থনীতির অগ্রাধিকার খাতসমূহ যেমন- কৃষি, রপ্তানিমুখী শিল্পপ্রতিষ্ঠান, সিএমএসএমই, ক্ষতিগ্রস্ত বৃহৎ শিল্প ও সেবা খাতের পুনরুদ্ধারের নিমিত্ত বাংলাদেশ ব্যাংক নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সর্বোপরি, বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ এর বিরূপ প্রভাব সত্ত্বেও মুদ্রানীতির গৃহীত ব্যবস্থাদির কার্যকর বাস্তবায়নের ফলে আলোচ্য ত্রৈমাসিকে মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি (এম২, অভ্যন্তরীণ ঋণ, রির্জাভ মুদ্রা ইত্যাদি) মোটামুটিভাবে সন্তোষজনক অবস্থানে ছিল। এছাড়া, ব্যাংকগুলোর খেলাপি ঋণের মাত্রা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে ঋণ শ্রেণীকরণ ও প্রভিশনিং সংক্রান্ত নির্দেশনা যৌক্তিকিকরণ, অনসাইট ও অফসাইট সুপারভিশন জোরদারকরণ এবং কর্পোরেট সুশাসন ও জবাবদিহিতার ওপর বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক

গবেষণা বিভাগ

(অর্থ ও ব্যাংকিং উপ-বিভাগ)

কতিপয় নির্বাচিত সূচকের তুলনামূলক অবস্থা জানুয়ারি-মার্চ, ২০২১

সংযোজনী

(বিলিয়ন টাকায়)

	মার্চ	ডিসেম্বর	সেপ্টেম্বর	মার্চ	ডিসেম্বর	মার্চ	প রি ব র্ত ন স মূ হ				
	২০২১	২০২০	২০২০	২০২০	২০১৯	২০১৯	ডিসেম্বর'২০ এর	সেপ্টেম্বর'২০ এর	ডিসেম্বর'১৯ এর	মার্চ'২০ এর	মার্চ'১৯ এর
							তুলনায় মার্চ'২১	তুলনায় ডিসেম্বর'২০	তুলনায় মার্চ'২০	তুলনায় মার্চ'২১	তুলনায় মার্চ'২০
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১। নীট বৈদেশিক সম্পদ	৩৬২১.৯৮	৩৫৬৯.৭৭	৩৩১১.৫৮	২৭৯২.৪৩	২৭৪১.২৬	২৬৭৪.৭৩	৫২.২১	২৫৮.১৯	৫১.১৭	৮২৯.৫৫	১১৭.৭০
							(১.৪৬)	(৭.৮০)	(১.৮৭)	(২৯.৭১)	(৪.৪০)
২। নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ (ক+খ)	১১২১৫.৯৬	১১২১৭.০৭	১০৯৫০.৪৭	১০৩১৪.২৪	১০২০৩.১০	৯০১১.০৭	-১.১১	২৬৬.৬০	১১১.১৪	৯০১.৭২	১৩০৩.১৭
							-(০.০১)	(২.৪৩)	(১.০৯)	(৮.৭৪)	(১৪.৪৬)
ক) মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ	**১৩৭০৭.৩৪**	**১৩৬৩৫.৭৬**	**১৩৩২৯.৫৯**	**১২৩০৪.৮৬**	**১২৪০৫.৯৯**	**১০৯৬২.৬০**	৭১.৫৮	৩০৬.১৭	-১০১.১৩	১৪০২.৪৮	১৩৪২.২৬
							(০.৫২)	(২.৩০)	-(০.৮২)	(১১.৪০)	(১২.২৪)
i) সরকারি খাত (নীট)	১৭৮৯.১২	১৯১২.৮৩	১৯০৪.৯৯	১৩৩৭.৬৫	১৫৬৮.৬১	৯২৫.১২	-১২৩.৭১	৭.৮৪	-২৩০.৯৬	৪৫১.৪৭	৪১২.৫৩
							-(৬.৪৭)	(০.৪১)	-(১৪.৭২)	(৩৩.৭৫)	(৪৪.৫৯)
ii) অন্যান্য সরকারি খাত	৩১৪.৩৯	৩০৯.৯০	২৯৩.৭৮	৩০১.৪১	৩০৫.৮৬	২৪০.৬২	৪.৪৯	১৬.১২	-৪.৪৫	১২.৯৮	৬০.৭৯
							(১.৪৫)	(৫.৪৯)	-(১.৪৫)	(৪.৩১)	(২৫.২৬)
iii) বেসরকারি খাত	১১৬০৩.৮৩	১১৪১৩.০৩	১১১৩০.৮	১০৬৬৫.৮০	১০৫৩১.৫২	৯৭৯৬.৮৬	১৯০.৮০	২৮২.২১	১৩৪.২৮	৯৩৮.০৩	৮৬৮.৯৪
							(১.৬৭)	(২.৫৪)	(১.২৮)	(৮.৭৯)	(৮.৮৭)
খ) অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-২৪৯১.৩৮	-২৪১৮.৬৯	-২৩৭৯.১২	-১৯৯০.৬২	-২২০২.৮৯	-১৯৫১.৫৩	-৭২.৬৯	-৩৯.৫৭	২১২.২৭	-৫০০.৭৬	-৩৯.০৯
							(৩.০১)	(১.৬৬)	-(৯.৬৪)	(২৫.১৬)	(২.০০)
৩। মুদ্রা যোগান (এম২) (১+২)	**১৪৮৩৭.৯৪**	**১৪৭৮৬.৮৪**	**১৪২৬২.০৫**	**১৩১০৬.৬৭**	**১২৯৪৪.৩৬**	**১১৬৮৫.৮০**	৫১.১০	৫২৪.৭৯	১৬২.৩১	১৭৩১.২৭	১৪২০.৮৭
							(০.৩৫)	(৩.৬৮)	(১.২৫)	(১৩.২১)	(১২.১৬)
ক) সংকীর্ণ মুদ্রা	৩২৯৭.৭৮	৩৩৬৩.৮৪	৩২৫৫.৪৫	২৯০৯.৫৫	২৭৫৯.৩৯	২৫১৭.১৩	-৬৬.০৬	১০৮.৩৯	১৫০.১৬	৩৮৮.২৩	৩৯২.৪২
							-(১.৯৬)	(৩.৩৩)	(৫.৪৪)	(১৩.৩৪)	(১৫.৫৯)
i) জনগণের হাতে থাকা মুদ্রা	১৮৪২.১৬	১৮৭৪.৬৩	১৮৯১.৯৮	১৭৩৩.৪৮	১৫৬৫.৮৩	১৪৪৬.৪৭	-৩২.৪৭	-১৭.৩৫	১৬৭.৬৫	১০৮.৬৮	২৮৭.০১
							-(১.৭৩)	-(০.৯২)	(১০.৭১)	(৬.২৭)	(১৯.৮৪)
ii) তলবি আমানত	১৪৫৫.৬২	১৪৮৯.২১	১৩৬৩.৪৭	১১৭৬.০৭	১১৯৩.৫৬	১০৭০.৬৬	-৩৩.৫৯	১২৫.৭৪	-১৭.৪৯	২৭৯.৫৫	১০৫.৪১
							-(২.২৬)	(৯.২২)	-(১.৪৭)	(২৩.৭৭)	(৯.৮৫)
খ) মেয়াদি আমানত	১১৫৪০.১৬	১১৪২৩.০০	১১০০৬.৬	১০১৯৭.১২	১০১৮৫	৯১৬৮.৬৭	১১৭.১৬	৪১৬.৪০	১২.১৫	১৩৪৩.০৪	১০২৮.৪৫
							(১.০৩)	(৩.৭৮)	(০.১২)	(১৩.১৭)	(১১.২২)
৪। রিজার্ভ মুদ্রা	৩০৩৬.৬১	৩০৪০.৫৪	২৮০৮.২২	২৭২৯.১৮	২৫০৯.১২	২২৫০.৯০	-৩.৯৩	২৩২.৩২	২২০.০৬	৩০৭.৪৩	৪৭৮.২৮
							-(০.১৩)	(৮.২৭)	(৮.৭৭)	(১১.২৬)	(২১.২৫)
ক) নীট বৈদেশিক সম্পদ	৩৪৬৮.৪১	৩৪১১.৮১	৩১৩৬.১৩	২৬৩১.১৫	২৫৯১.১৩	২৫১৩.৯১	৫৬.৬০	২৭৫.৬৮	৪০.০২	৮৩৭.২৬	১১৭.২৪
							(১.৬৬)	(৮.৭৯)	(১.৫৪)	(৩১.৮২)	(৪.৬৬)
খ) নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	-৪৩১.৮০	-৩৭১.২৭	-৩২৭.৯১	৯৮.০৩	-৮২.০১	-২৬৩.০১	-৬০.৫৩	-৪৩.৩৬	১৮০.০৪	-৫২৯.৮৩	৩৬১.০৪
							(১৬.৩০)	(১৩.২২)	-(২১৯.৫৩)	-(৫৪০.৪৮)	-(১৩৭.২৭)
৫। বাংলাদেশ ব্যাংক হতে গৃহীত সরকারের নীট ঋণ	-৯৭.৯৯	১৩.১৪	১২১.৮৭	২২২.০১	৩৪৪.৩৮	১১৭.৬১	-১১১.১৩	-১০৮.৭৩	-১২২.৩৭	-৩২০.০০	১০৪.৪০
							-(৮৪৫.৭৪)	-(৮৯.২২)	-(৩৫.৫৩)	-(১৪৪.১৪)	(৮৮.৭৭)
৬। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ	৪৩৪৪১.০০	৪৩১৬৪.০০	৩৯৩১৪.০০	৩২৫৭০.১৬	৩২৬৮৯.২০	৩২০১৬.২৫					
(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)											
৭। মোট তরল সম্পদ (বিলিয়ন টাকায়)#	৩৯৭০.০৪	৩৯৭৫.০৩	৩৫২৮.১৮	২৮৮৯.৮৫	২৯৭৪.৯১	২৪৪১.৬৬					
দায়হীন অনুমোদিত সিকিউরিটিজ	২৭৭৮.৪০	২৮০৪.৮৭	২৬১৭.১৬	১৯০৮.৪৭	২০৩১.৫৯	১৫৪৬.১০					
৮। টাকা-ডলার বিনিময় হার (মাস শেষে)	৮৪.৮১	৮৪.৮০	৮৪.৮৪	৮৪.৯৫	৮৪.৯০	৮৩.৯০					
৯। প্রকৃত কার্যকর বিনিময় হার (REER) সূচক (ভিত্তি বছর ২০১৫-১৬)	১১২.৪২*	১১১.১৩	১১০.১১	১১৩.৭১	১০৯.৪৯	১০৭.৫৬					
১০। মূল্যস্ফীতির হার (বার মাসের গড় ভিত্তিক) (ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬)	৫.৬৩	৫.৬৯	৫.৬৯	৫.৬০	৫.৫৯	৫.৫৫					

নোটঃ বন্ধনীভুক্ত সংখ্যাগুলো পরিবর্তনের শতকরা হার নির্দেশক।

#=মোট তরল সম্পদ = দায়হীন অনুমোদিত সিকিউরিটিজ + বাংলাদেশ ব্যাংকের নিকট জমা + সিন্দুকে রক্ষিত অর্থ; *= প্রক্ষেপিত

উৎস : পরিসংখ্যান বিভাগ, মনিটারী পলিসি ডিপার্টমেন্ট ও ডিপার্টমেন্ট অব অফসাইট সুপারভিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক।